ভোরের কাগজ
তারিখ ... JAN 17 1999 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

বোর্ডে আবেদন পত্রের সঙ্গে আনুষঙ্গিক কাগজপত্রসহ ব্যাংক ড্রাফটের রসিদসমূহ জমা দিলে তারা ১০০ টাকা ঘুষ হিসেবে দাবি করে এবং বলে যে 'লাল নোটে (৫০ টাকার নোট) বা ভাংতি টাকায় কোনো কাজ হবে না।' এছাড়াও সামান্যতম ভুল ত্রুটির কারণে সংশোধন বিল হিসেবে ৫০-৭৫ টাকা দাবি করে। টাকা দিতে কেউ অপারগ হলে সনদ তো দেবেই না, উল্টো আরো বিশ্রী ভাষায় গালিগালাজ করবে।

অথচ তাঁরা খুব ভালোভাবেই জানেন যে, ইসলাম ধর্মে ঘুষকে হারাম করা হয়েছে এবং ঘুষ দাতা এবং গ্রহিতা উভয়েই একই দণ্ডে দণ্ডিত। ইসলামি শিক্ষায় দীক্ষিত হয়ে তারা যদি হারামকে হালালে রূপান্তরিত করে তবে কি ইসলাম ধর্মের অবমাননা করা হবে না?

এ প্রসঙ্গে মাদ্রাসা বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ দেশের ইসলামি চিন্তাবিদগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ মাসুদুর রহমান কলি
কালিশংকরপুর, কুষ্টিয়া-৭০০।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডেও ঘুষ!

পবিত্র রমজানের পবিত্রতা উপেক্ষা করে এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল হরহামেশা চালিয়ে যাচ্ছে তাদের টেবিলের নিচ দিয়ে বাঁ হাতের আদান-প্রদান। এমনকি বাংলাদেশ মাদ্রাসা বোর্ডও এই রমজানের মধ্যে অবাধে উৎকোচ হিসেবে বে-হিসাবি অর্থ পাঞ্জাবির লম্বা পকেটে পুড়ে নিতে পিছপা হচ্ছে না। এতে করে হয়রানির শিকার হচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা। আমি নিজেও এই হয়রানির শিকার।

আমি বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৯৬ সালের দাখিল পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ থেকে পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হই। সম্প্রতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৮-৯৯ সালের অনার্স ১ম বর্ষে ভর্তির আবেদন করতে দাখিল পরীক্ষা পাসের সনদপত্র প্রয়োজন হওয়ায় গত ২৬ ডিসেম্বর ৯৮ তারিখে বোর্ডে যাই 'সাময়িক সনদ' তুলতে। সেখানে ১২৫ টাকার ব্যাংক ড্রাফট করতে হয় (যদিও সনদপত্র তোলার জন্য ব্যবহৃত আবেদনপত্রে ৭৫ টাকার কথা উল্লেখ আছে।) আবেদনের ২৪ ঘন্টার মধ্যে সনদ সরবরাহের কথা আবেদনপত্রে উল্লেখ থাকলেও ৩০ ডিসেম্বর '৯৮ তারিখে সনদ সরবরাহের দিন ধার্য করে। ধার্যকৃত তারিখ মোতাবেক